পরিবেশ

পরিবেশ

Environner (ফরাসি শব্দ)= বেষ্টন করা

Environment

বায়ুর উপাদান

উপাদান	শতাংশ
নাইট্রোজেন	৭৮.০১
অক্সিজেন	২০.৭১
কার্বন-ডাই-অক্সাইড	০.০৩
আর্গন	০.৮
ওজন গ্যাস	০.০০০১
অন্যান্য গ্যাস	০.৪৪

ইকোলজি (বাস্তুবিদ্যা)

- জৈব ও অজৈব পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক।
- ‘ইকোলজি’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন আর্নেস্ট হেকেল।

ইকোসিস্টেম (বাস্তুসংস্থান)

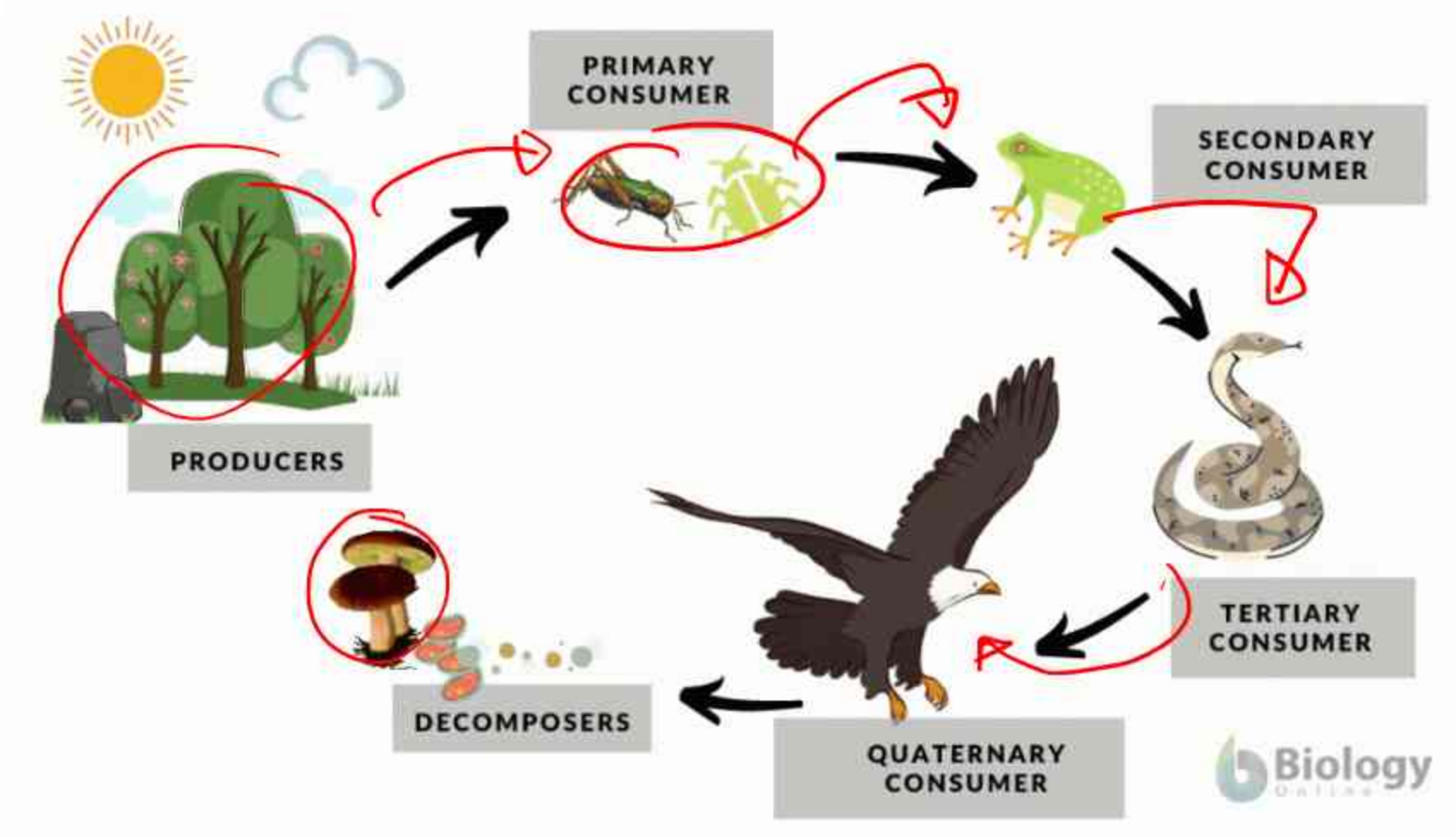

গ্রীনহাউস

কাঁচের তৈরি ঘর। শীত প্রধান দেশে শাক সবজি উৎপাদনের জন্য এ ঘর তৈরি করা হয়।

- সূর্যের আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ছোটো হওয়ায় তা কাঁচ ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করে। এতে ঘরের ভিতরের পরিবেশ উত্তপ্ত হয় । তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে শাকসবজি উৎপাদন করা হয়। তবে ঘরের ভিতরের তাপ বাইরে যেতে পারে না কারণ সেই তাপের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বড় হওয়ায়।

গ্রীনহাউস ইফেক্ট

১৮৯৬ সালে সুইডিশ রসায়নবিদ আরহেনিয়াস প্রথম ‘গ্রীনহাউস’ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

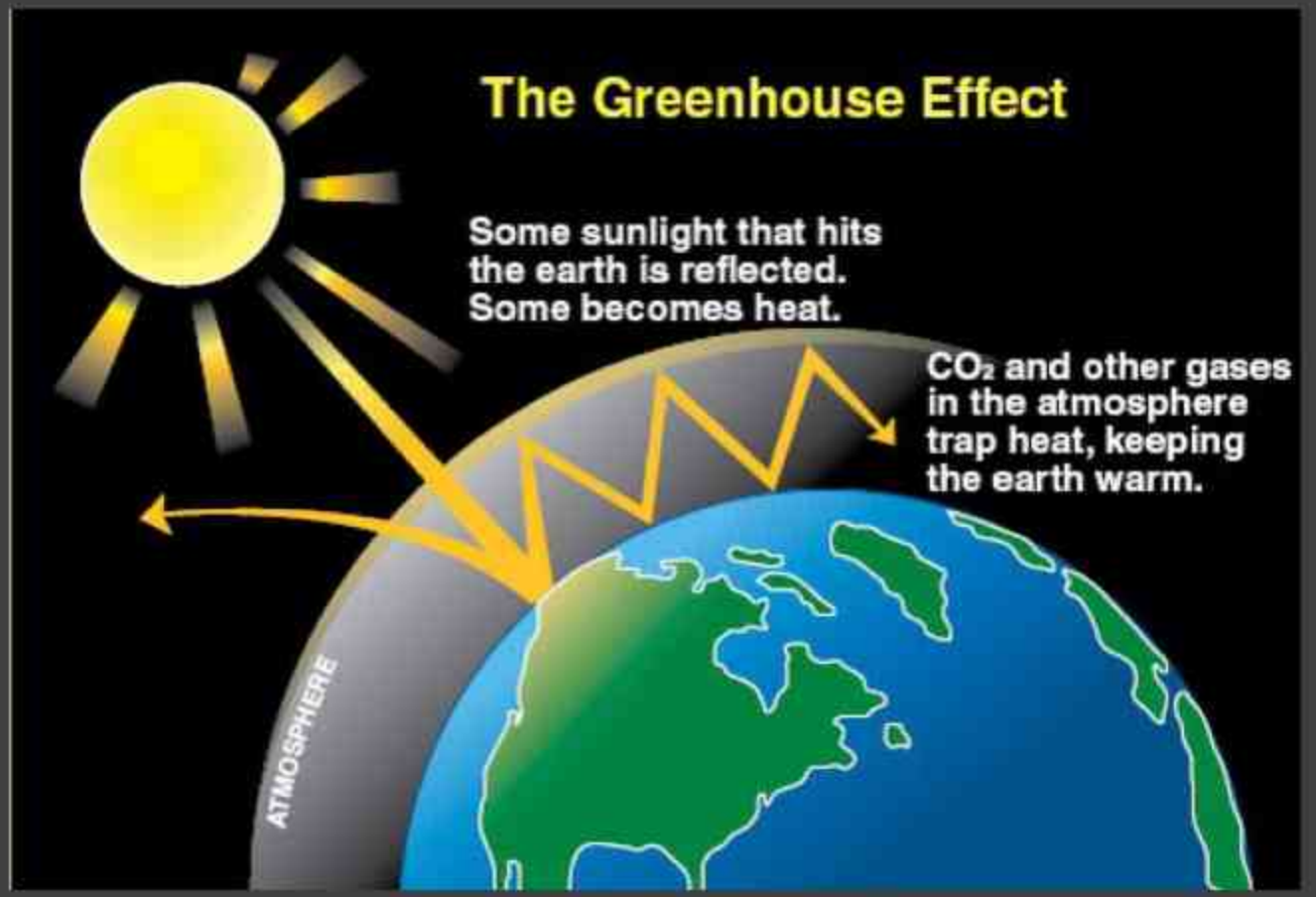

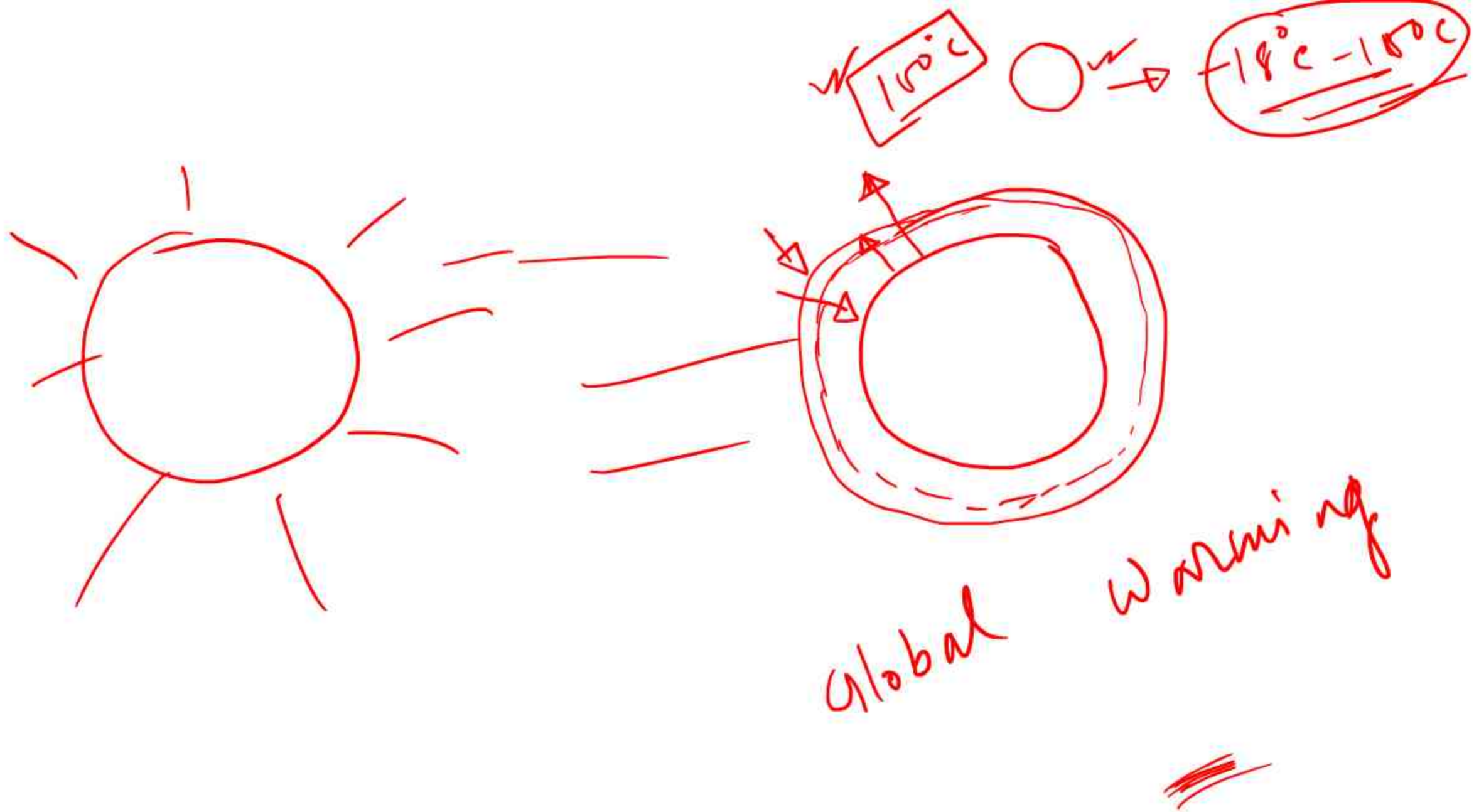
15°c
-18°c -15°c
Global warming

- কাঁচের ঘরের মতো পৃথিবীকে বেস্টন করে রয়েছে বায়ুমণ্ডল। এই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে দিনের বেলা যে পরিমান সূর্যালোক প্রবেশ করে রাতের বেলা সেই সূর্যালোক বিকিরনের মাধ্যমে বাইরে বেরিয়ে যায়, ফলে পৃথিবীতে তাপমাত্রার ভারসাম্য বজায় থাকে।
- কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কিছু কিছু গ্যাস রয়েছে যাদের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা অনেক বেশি। পৃথিবী থেকে পার্থিব বিকিরন রূপে যে পরিমান তাপ নির্গত হওয়ার কথা তা হচ্ছে না কারণ এই গ্যাস গুলি এই বিকিরিত তাপের কিছু অংশ শোষণ করে নেয়, ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছেন। এভাবে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনা কে গ্রীন হাউস এফেক্ট বলে

গ্রীনহাউস গ্যাস কয়টি?

- কিয়োটো প্রটোকল অনুসারে - ৬টি
- EPA এর অনুসারে - ৭টি

কিয়োটো প্রটোকল অনুসারে - ৬টি

- কার্বন-ডাই-অক্সাইড ✓
- মিথেন ✓
- নাইট্রাস অক্সাইড ✓
- পারফ্লুরো কার্বন ✓
- হাইড্রোফ্লুরো কার্বন ✓
- সালফার হেক্সাফ্লোরাইড ✓

According to U.S. Environmental Protection Agency (EPA) অনুসারে - ৭টি

- কার্বন-ডাই-অক্সাইড
- মিথেন
- নাইট্রাস অক্সাইড
- পারফ্লুরো কার্বন
- হাইড্রোফ্লুরো কার্বন
- সালফার হেক্সাফ্লোরাইড
- নাইট্রোজেন ট্রাইফ্লুরাইড

গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণে শীর্ষ

1. চীন
2. যুক্তরাষ্ট্র
3. ভারত

কার্বন নিঃসরনে শীর্ষ

চীন

মাথাপিছু কার্বন নিঃসরনে শীর্ষ

কাতার

Let’s Recap

স্টকহোম সামিট, ১৯৭২
প্রথম পরিবেশ সম্মেলন

STOCKHOLM CONFERENCE ECO

JOINTLY PRODUCED BY THE ECOLOGIST AND FRIENDS OF THE EARTH

STOCKHOLMS-KONFERENSENS EKO

ЭХО СТОКГОЛЬМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ECO DE LA CONFERENCE DE STOCKHOLM

ECO DE LA CONFERENCIA DE ESTOCOLMOU

斯德哥尔摩会议之声

16th JUNE 1972

THANK YOU SWEDEN

OUT OF STOCKHOLM, A NEW INITIATIVE

World Ecological Areas Programme Launched

অফিসিয়াল নাম-United Nations Conference on the Human Environment

(মানব পরিবেশ সম্মেলন)

কী সিদ্ধান্ত হয়?

- UNEP গঠনের সিদ্ধান্ত
- ৫ জুন পরিবেশ দিবস পালনের সিদ্ধান্ত।

ব্রুন্টল্যান্ড কমিশন, ১৯৮৩

পূর্ণনাম: The World Commission On Environment And Development

কমিশন প্রধান – ব্রুন্টল্যান্ড

প্রথম 'সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

Sustainable Development

টেকসই উন্নয়ন

বর্তমানের চাহিদা এমনভাবে পূরন করা যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চাহিদাও সমান ভাবে পূরণ হয়।

রিপোর্টের নাম

Our Common Future

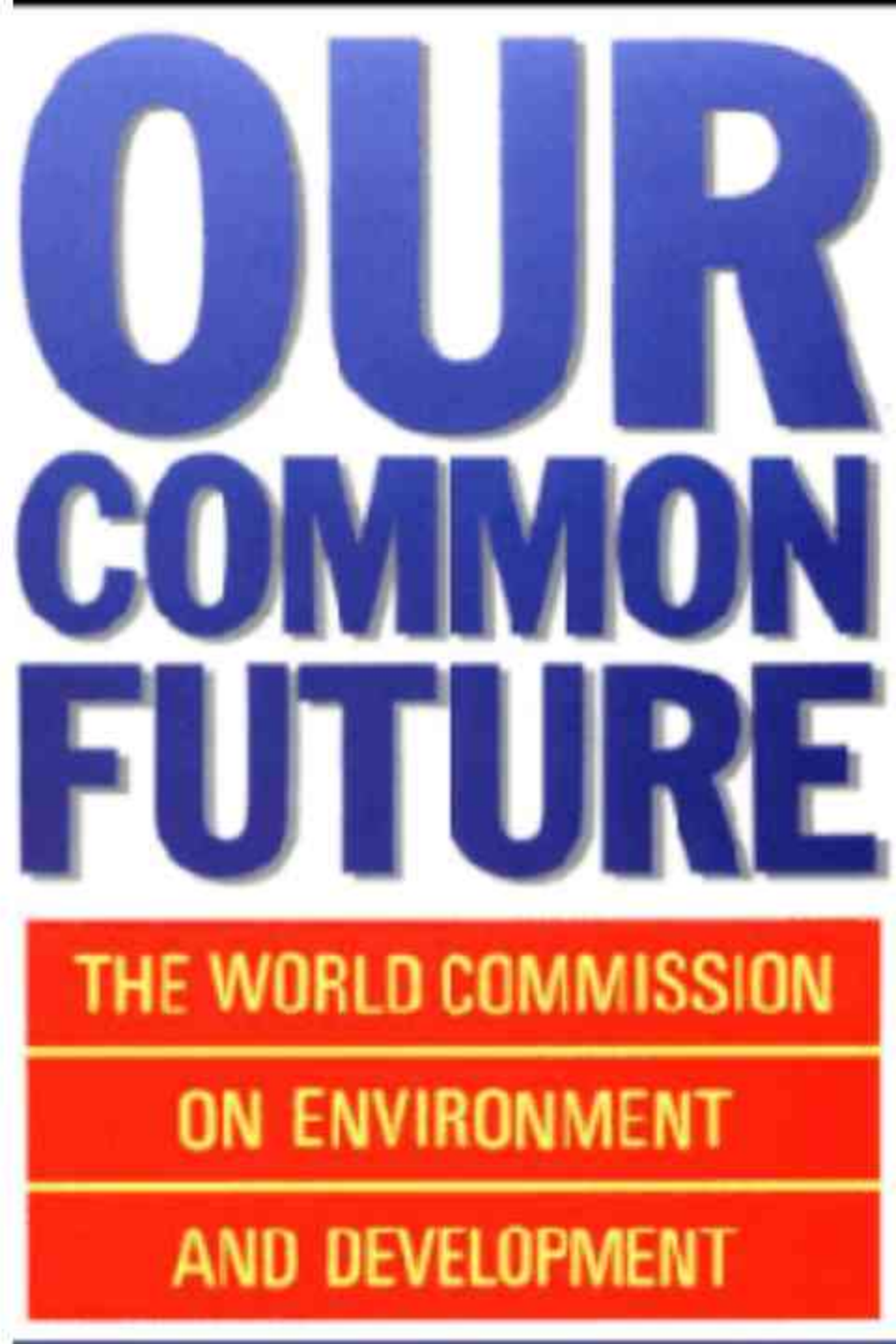

ধরিত্রী সম্মেলন

অন্য নাম-

Earth Summit

Rio Conference

পূর্ণ নাম

The United Nations Conference on Environment and Development

অংশগ্রহনকারী দেশ

১৭৮ টি

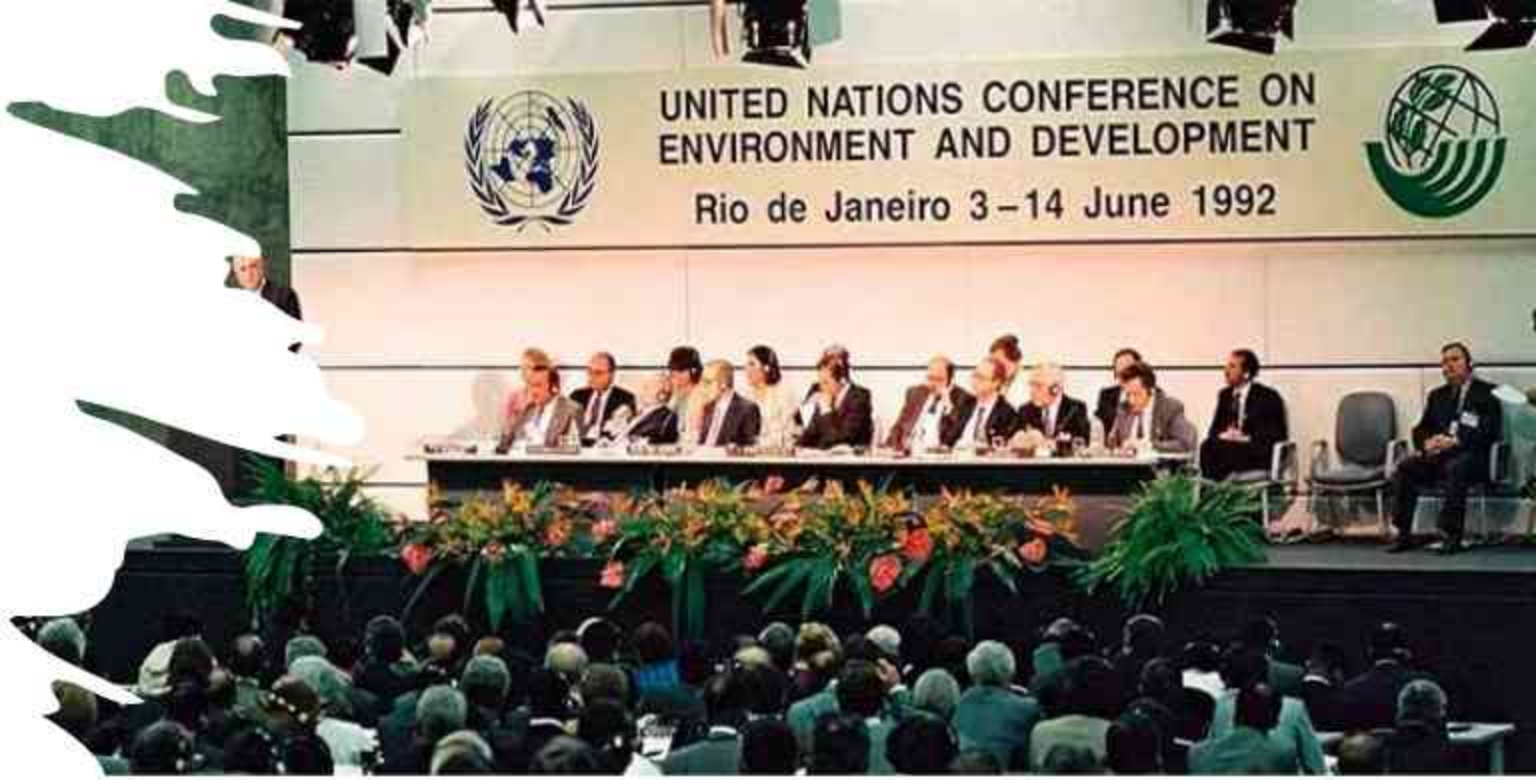

UNFCCC

এই সম্মেলনে

United Nations Framework Convention on Climate Change স্বাক্ষরিত হয়

উদ্দেশ্য

বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের হার এমন অবস্থায় রাখা যাতে জলবায়ুগত মানবিক পরিবেশের জন্য তা বিপত্তিকর না হয়।

UNFCCC

কার্যকর

হয়

1994

কপ (COP) by UNFCCC

এটি জাতিসংঘের বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন।

রিও সম্মেলনে কী কী গৃহীত হয়?

- রিও ঘোষণাপত্র (২৭ টি নীতিমালা)
- Agenda-21
- আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি
- বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি সংক্রান্ত চুক্তি

AGENDA-21

- Agenda-21 হলো ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজেনিরোতে অনুষ্ঠিত প্রথম ধরিত্রী সম্মেলনে গৃহীত পরিবেশ সংক্রান্ত ৩০০ পৃষ্ঠার একটি দলিল। দলিলটিতে ৪টি পর্বে ৪০টি অধ্যায় রয়েছে।
- এই সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়, একুশ শতককে পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে। এজন্য পরিবেশ বিপর্যয়ের ইস্যুগুলো এজেন্ডা ২১ শিরোনামে তালিকাভুক্ত করা হয়।
- বাংলাদেশের ফারাক্কা বাঁধ এজেন্ডা ২১ এর অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য, ১৯৭৭ সালে ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে জাতিসংঘে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

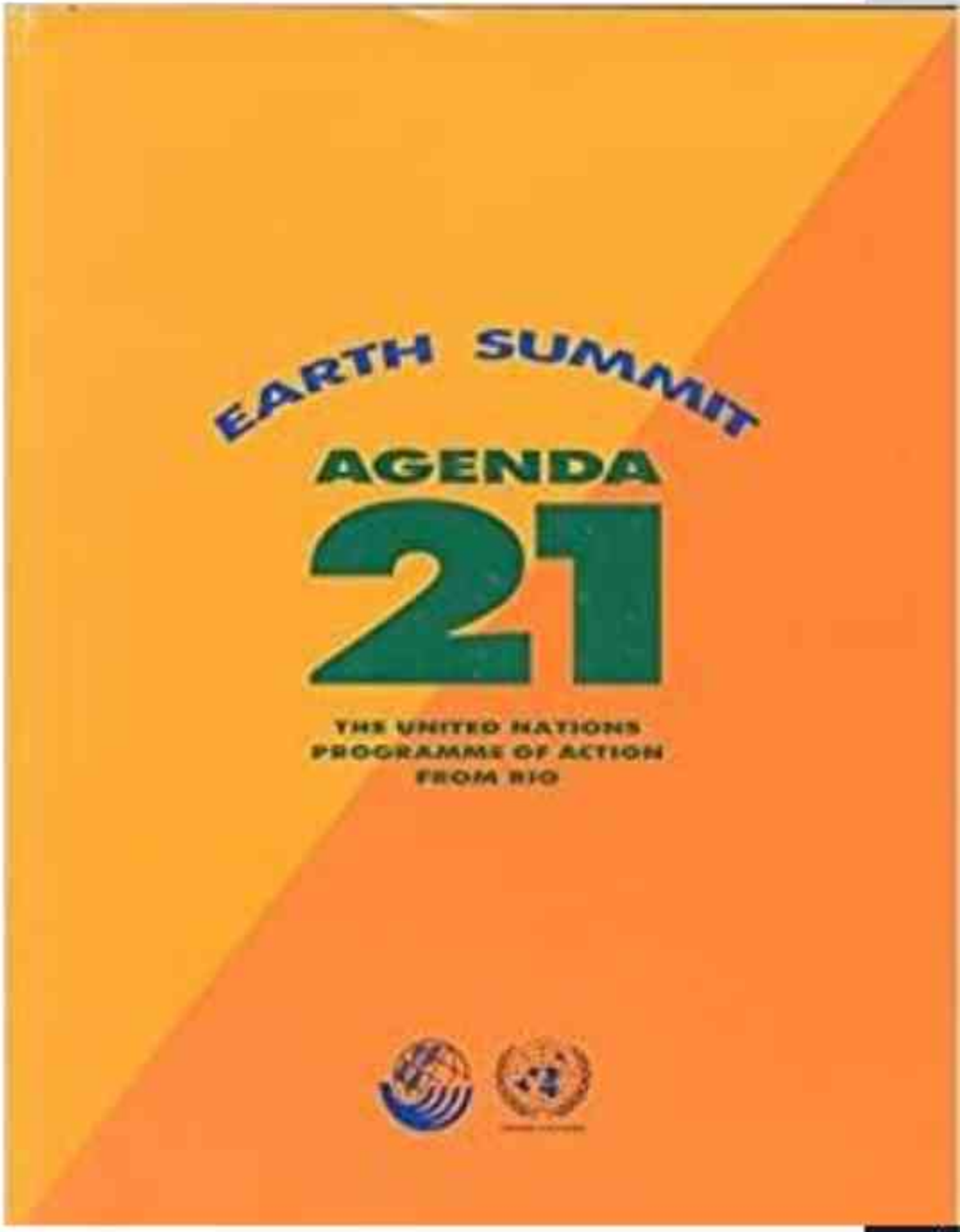

UNFCCC

সদর দপ্তর

বন, জার্মানী

UNFCCC এর সদস্য সংখ্যা

- ১৯৮

Earth Summit + 5 (1997)

- বিশেষ পরিবেশ সম্মেলন
- স্থান - NEW YORK
- উদ্দেশ্য - ধরিত্রী সম্মেলনের অগ্রগতি পর্যালোচনা।

- প্রথম টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন (২য় ধরিত্রী সম্মেলন ২০০২)

World Summit on Sustainable Development (WSSD)

অন্য নাম

- **Earth Summit + 10**
- **Rio + 10**
- **Johannesburg Summit**

লক্ষ্য

রিও সম্মেলনের অগ্রগতি আলোচনা করা।

মূল এজেন্ডা

- পানি
- পয়-নিষ্কাশন
- স্বাস্থ্য
- কৃষি
- জীব বৈচিত্র

RIO+20
the future
we want

RIO+20
United Nations
Conference on
Sustainable
Development

দ্বিতীয় টেকসই উন্নয়ন সম্মেলন

লক্ষ্য

- ❑ টেকসই উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ।
- ❑টেকসই উন্নয়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো।

কী কী সিদ্ধান্ত হয়

- SDGs গৃহীত হয়।
- Green Economy চালু করার সিদ্ধান্ত হয়।

Green Economy

- সবুজ অর্থনীতি বা Green Economy-এর 'সবুজ' প্রত্যয়টি পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। অর্থাৎ সবুজ অর্থনীতি বলতে পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিকেই বুঝায়। পরিবেশের কোনো ক্ষতিসাধন না করে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করাই সবুজ অর্থনীতির মূল বিষয়। সবুজ অর্থনীতির ধারণাটি মূলত টেকসই উন্নয়নের ধারণার সাথেই সম্পৃক্ত।

- টেকসই উন্নয়নের প্রধান স্তম্ভ তিনটি- অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণ। আর সবুজ অর্থনীতি পরিবেশকে সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথাই বলে। এক কথায়, অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সব সিদ্ধান্তই পরিবেশের অনুকূলে থাকবে। পরিবেশের প্রতিকূলে গিয়ে কোন উন্নয়নই সম্ভব নয়-এটাই সবুজ অর্থনীতির মূল প্রতিপাদ্য। অর্থাৎ, সবুজ অর্থনীতি হচ্ছে সেই অর্থনীতি যা পরিবেশগত ঝুঁকি হ্রাসের মাধ্যমে মানবকল্যাণ ও সামাজিক সমতা নিশ্চিত করার উপর জোর দেয়। সবুজ অর্থনীতিতে সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার, কার্বন নির্গমনের হার হ্রাস প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP সবুজ অর্থনীতির একটি কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করেছে। UNEP প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী- "সবুজ অর্থনীতি হলো সেই অর্থনীতি যা মানুষের উন্নয়ন নিশ্চিত করবে কিন্তু পরিবেশগত ঝুঁকি কমাবে এবং পরিবেশগত অভাব দূর করবে।

- প্রকৃতপক্ষে 'টেকসই উন্নয়ন' ও 'সবুজ অর্থনীতি' এ দুটি ধারণা ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। বিশ্বে স্থায়ী উন্নয়ন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার বিষয়টি ধারণ করে টেকসই উন্নয়ন ধারণাটির উদ্ভব ঘটেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন ও পরিবেশের যথাযথ সংরক্ষণ টেকসই উন্নয়নের মূল স্তম্ভ। আর পরিবেশকে সমুন্নত রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলে সবুজ অর্থনীতি।

Let’s Recap

পরিবেশ বিষয়ক কনভেনশন

The Ramsar Convention on Wetlands

of International Importance

Especially as Waterfowl Habitat

- উদ্দেশ্য- পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি সংরক্ষণ করা।

Ramsar
Convention
on Wetlands

রামসার, ইরান

- স্বাক্ষর – ১৯৭১
- কার্যকর – ১৯৭৫

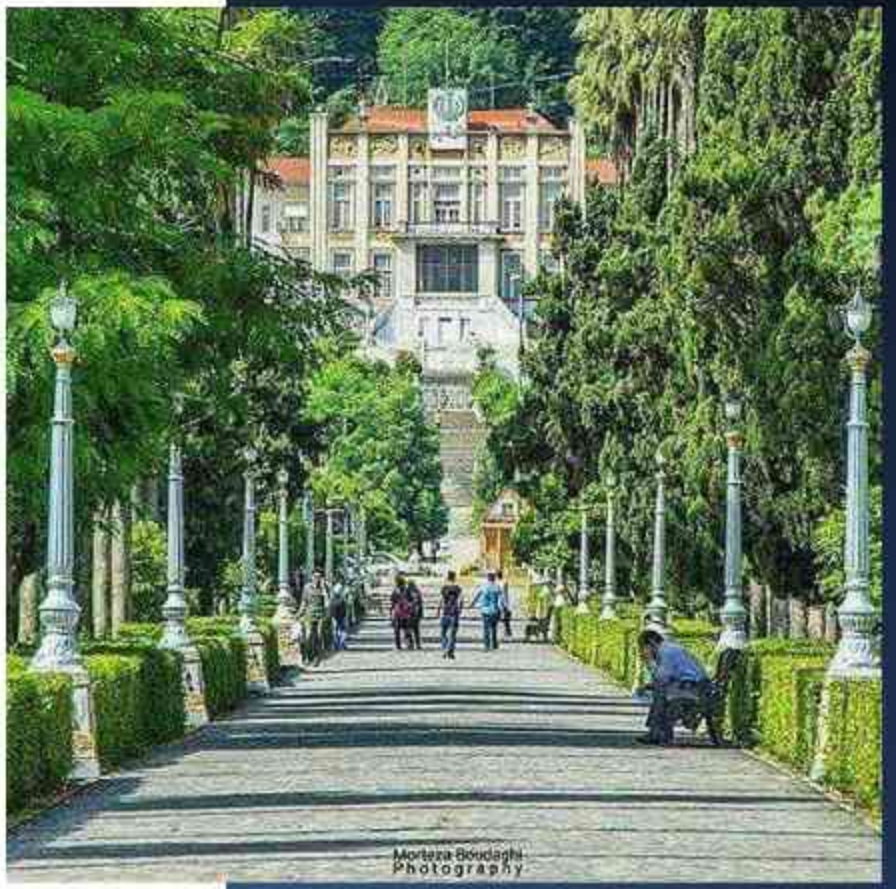

স্বাক্ষর করে ১৭১

টি দেশ

বাংলাদেশের

রামসার সাইট ২ টি

টাংগুয়ার হাওর(২০০০)

সুন্দরবন (১৯৯২)

ভিয়েনা কনভেনশন ১৯৮৫

Vienna Convention

for the Protection of

the Ozone Layer

উদ্দেশ্য- ওজনস্তর স্তরের সুরক্ষা ও সংরক্ষণ।

- কার্যকর – ১৯৮৮
- গৃহীত – ১৯৮৫

বাংলাদেশ সমর্থন করে

২ আগস্ট ১৯৯০

বাসেল কনভেনশন

The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal

গৃহীত – ১৯৮৯

কার্যকর- ১৯৯২

উদ্দেশ্য- বিপজ্জনক বর্জ্য দেশের সীমান্তের বাইরে চলাচল এবং এদের নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক কনভেনশন 'বাসেল'। এ কনভেনশন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট দেশসমূহ তাদের দেশের সীমান্তের বাইরে বর্জ্য পদার্থ জাহাজে বহন করে অন্যত্র নিক্ষেপ করা হ্রাস করতে, বর্জ্যের পরিমাণ বিষাক্ততা হ্রাস এবং বর্জ্য উৎপাদন স্থলের যত নিকটে সম্ভব এ সমস্ত বর্জ্যের নিক্ষেপ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে

১ এপ্রিল ১৯৯৩

এটি রিও কনফারেন্সে
গৃহীত হয়েছিল।

কার্যকর হয় ১৯৯৩

অনুমোদনকারী দেশ - ১৯৬

অনুমোদনকারী দেশ - ১৯৬

Convention on
Biological Diversity

উদ্দেশ্য

- অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি প্রযুক্তিতে ব্যাপক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারে পৃথিবী থেকে হাজার হাজার প্রজাতীর উদ্ভিদ ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে Food Chain বা খাদ্য শৃক্সখলাতে ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে।
- এই মারাত্মক অবস্থা থেকে উত্তরণে ৫ই জুন ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনেরি'তে স্বাক্ষর করে; ২৯ শে নভেম্বর ১৯৯৩- এ বাস্তবায়ন করা হয় The Convention on Biological Diversity (CBD) Biodiversity Convention.

বাংলাদেশ অনুমোদন করে

১৯৯৪

গৃহীত – ~~১৯৯৮~~

কার্যকর- ~~২০০৪~~

উদ্দেশ্য- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় ক্ষতিকর ক্যামিকাল ও কীটনাশক ব্যবহার দূর করা।

ROTTERDAM
CONVENTION

Let’s Recap

প্রটোকল

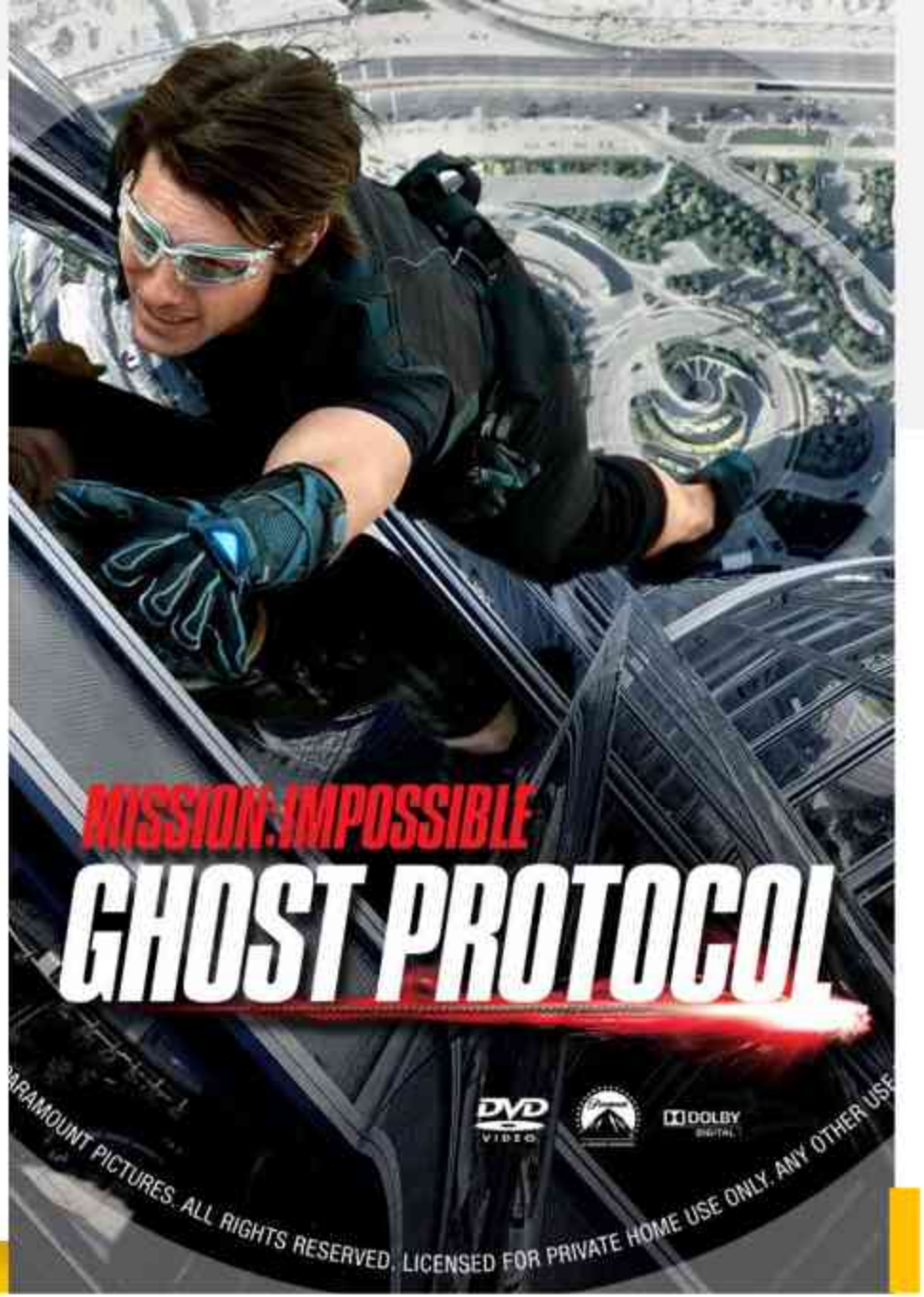
MISSION:IMPOSSIBLE
GHOST PROTOCOL
DVD VIDEO
DOLBY DIGITAL
PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED. LICENSED FOR PRIVATE HOME USE ONLY. ANY OTHER USE

The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer

লক্ষ্য

ওজনস্তর ক্ষয়কারী বস্তু সামগ্রীর উৎপাদন, বিপণন এবং ব্যবহার বন্ধ করা

স্বাক্ষর - ১৬ সেপ্টেম্বর

১৯৮৭

কার্যকর – ১ জানুয়ারি

১৯৯০

বাংলাদেশ সমর্থন করে- ২ আগস্ট, ১৯৯০

মন্ট্রিল
প্রটোকলের সদস্য
সদস্য – ১৯৭

জাতিসংঘ সদস্য + EU +
নিও, কুক আইল্যান্ড +
হলি সী

- সংশোধন হয় ৫ বার
- সর্বশেষ Kigali Amendment-2016

কী কী সিদ্ধান্ত হয়?

- ২০৪৭ এর মধ্যে হাইড্রোফ্লোরো কার্বনের পরিমাণ ৮০ % হ্রাস করা হবে।
- ২১ শতকের শেষে তাপমাত্রা ০.৫ ডিগ্রির বেশী বাড়তে দেয়া যাবেনা।

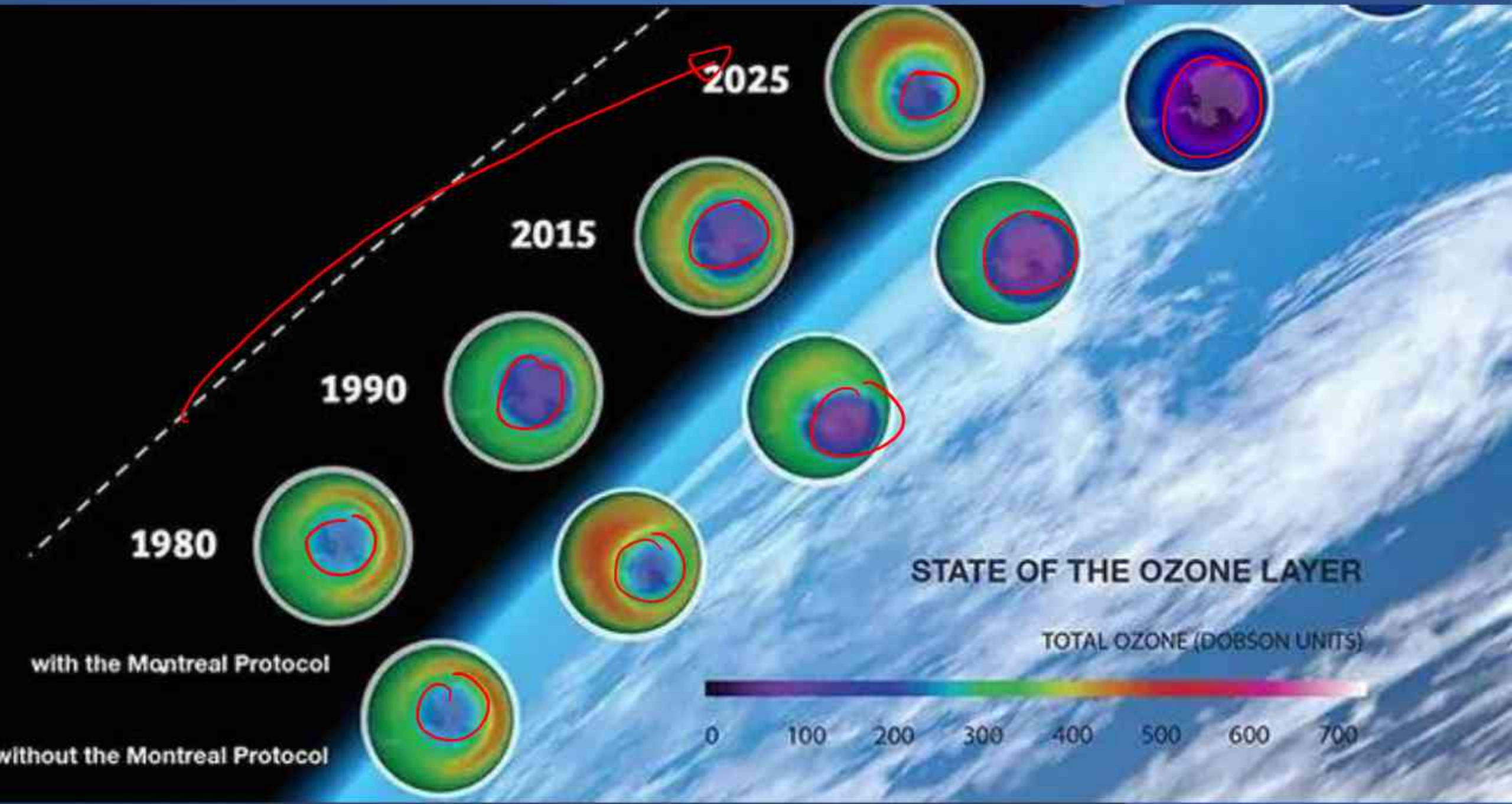
2025
2015
1990
1980
with the Montreal Protocol
without the Montreal Protocol
STATE OF THE OZONE LAYER
TOTAL OZONE (DOBSON UNITS)
0
100
200
300
400
500
600
700

ক্ষতিকর ক্যামিকাল ও কীটনাশক ব্যবহার দূর করা বিষয়ক কনভেনশন-

রটারডাম কনভেনশন

Kyoto Protocol operationalizes the United Nations Framework Convention on Climate Change

স্বাক্ষর - ১১

ডিসেম্বর

১৯৯৭

কী লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়?

- ৬ টা গ্রীন হাউস গ্যাসের যৌথ নিঃসরণ ৫.২% হ্রাস করবে।

সদস্য – ১৯২

বাংলাদেশ

অনুমোদন করে

২০০১ সালে।

- যুক্তরাষ্ট্র স্বাক্ষর করে অনুমোদন করেনি, ২০০১ এ তারা চুক্তি থেকে বেরিয়ে যায়।
- কানাডা অনুমোদন করেও ২০১১ সালে বেরিয়ে যায়।

প্রথম স্তরের
মেয়াদ ১৫ বছর

২০১২ সালে দোহায়
২০২০ পর্যন্ত বাড়ানো
হয়।

কিয়োটো প্রটোকল

১৯৯৭-২০২০

Annex-I

Annex-II

Non-Annex Countries

Annex-I

- শিল্পপ্রধান ৪২ দেশ + ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন; সর্বোচ্চ কার্বন নিঃসরণ করে।
- এই দেশগুলোকে গ্রীনহাউস গ্যাস নিঃসরণের সীমা বেধে দেয়া আছে।

Annex-II

- উন্নত ২৪ দেশ
- এই দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিবে।

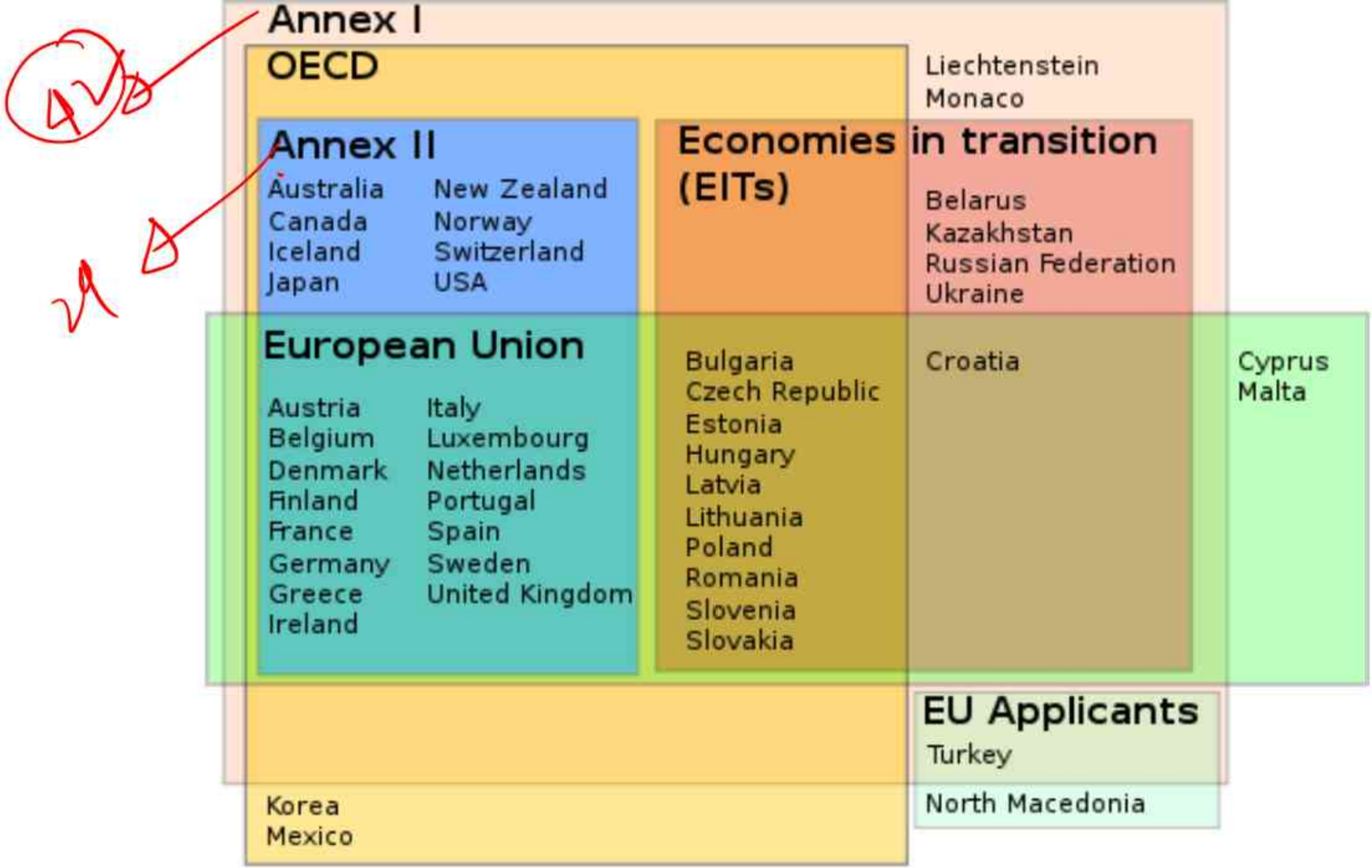
Annex I
OECD
Liechtenstein
Monaco
Annex II
Australia
Canada
Iceland
Japan
New Zealand
Norway
Switzerland
USA
Economies in transition (EITs)
Belarus
Kazakhstan
Russian Federation
Ukraine
European Union
Austria
Belgium
Denmark
Finland
France
Germany
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Portugal
Spain
Sweden
United Kingdom
Bulgaria
Czech Republic
Estonia
Hungary
Latvia
Lithuania
Poland
Romania
Slovenia
Slovakia
Croatia
Cyprus
Malta
EU Applicants
Turkey
North Macedonia
Korea
Mexico

Non-Annex Countries

বৈশিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী নয়।

কার্বন ট্রেড

কিয়োটো প্রটোকল থেক উৎপত্তি

কিয়োটো প্রটোকলের ১৭ নাম্বার অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে।

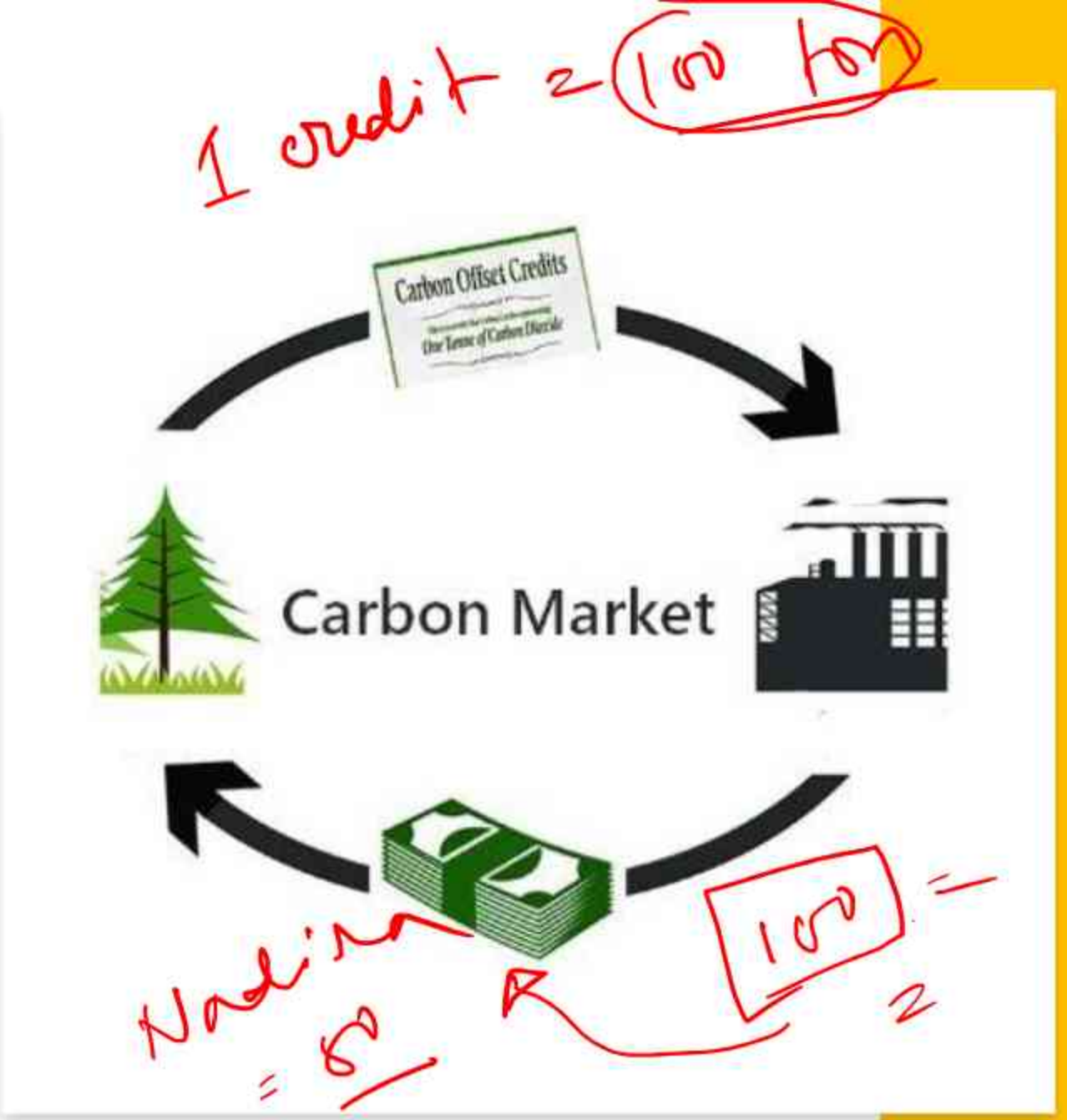

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই অক্সাইড কম নিঃসরণের জন্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে একটি ক্রেডিট বিনিময়ের নাম কার্বন বাণিজ্য। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণ যারা বেশি করে সে দেশগুলো অধিকতর কার্বন নিঃসরণের অধিকার লাভ করে এবং কম কার্বন নিঃসরণকারী রাষ্ট্রের অতিরিক্ত কার্বন অর্থের বিনিময়ে কিনবে।

কার্বন ট্যাক্স

- প্রথম চালু করে ফিনল্যান্ড

মোট চালুকারী ২৭ টি

এশিয়া

এশিয়া ভারত, চীন, জাপান, সিংগাপুর,

দক্ষিন কোরিয়া, তাইওয়ান

Let’s Recap

The Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity

অপর নাম: জাতিসংঘের জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল।

এটি জীব বৈচিত্র কনভেনশনের আওতাভুক্ত।

স্বাক্ষর: ২০০০

কার্যকর: ২০০৩

স্বাক্ষরিত হয়: মন্ট্রিল, কানাডা

সদস্য – ১৭৩

কার্টাগেনা বলা হচ্ছে কারণ-

কলম্বিয়ার কার্তাগেনায় হওয়ার কথা ছিল ১৯৯৯ সালে।

বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে ২০০০ সালে

অনুমোদন করে ২০০৪ সালে

The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity

নাগোয়া প্রটোকল

বন্য প্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ক প্রটোকল

জাপানের

নাগোয়াতে স্বাক্ষর

স্বাক্ষর ২০১০

কার্যকর ২০১৪

COP-1 To

COP-26 27

কাজ কী?

UNFCCC এর লক্ষ্য মনিটর এবং রিভিউ করা।

COP-1

বার্লিন, জার্মানি

১৯৯৫

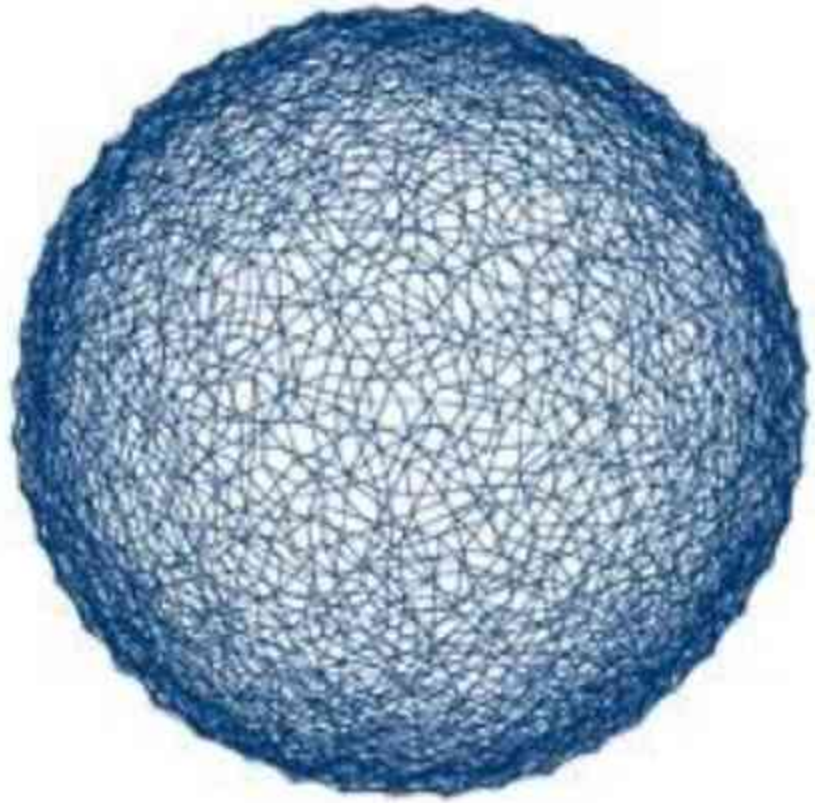

COP15
COPENHAGEN
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2009

COP 15

United Nations Climate Change Conference

কোপেনহেগেন সম্মেলন,

2009

- তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেলসিয়াস এর নিচে রাখার সিদ্ধান্ত।
- Green Climate Fund গঠনের প্রস্তাব করা হয়।

ইনচিয়ান, দক্ষিন কোরিয়া

- Green Climate Fund
- ২০২০ সাল থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান করার কথা।

Bangladesh Climate Change Resilience Fund, ২০১০

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন।

প্যারিস বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন

অংশগ্রহণকারী দেশ- ১৯৭ টি

প্যারিস এগ্রিমেন্ট

২২ এপ্রিল, ২০১৬

নিউইয়র্ক

স্বাক্ষর করেছে
এখন পর্যন্ত-১৯৭
টি দেশ

shutterstock.com · 1878237607

- ২০২০ সাল পর্যন্ত ধনী দেশ গুলো থেকে ১০০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা হবে
- ২১০০ সালে উষ্ণতা ২ ডিগ্রির ‘বেশ নিচে’ রাখতে হবে।

USA

৪ নভেম্বর, ২০২০

আনুষ্ঠানিক ত্যাগ করে

১৯ ফেব্রুয়ারি,

২০২১ আবার ফিরে আসে

COP25
CHILE
MADRID 2019
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE

TIEMPO DE ACTUAR

আয়োজনে- চিলি, স্পেন

অংশগ্রহন করে -২০০

টি দেশ

EU সহ ২০১

The European Green Deal

- ২০৩০ সালের মধ্যে ১০০% নবায়নযোগ্য জ্বালানি
- ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ০% করা

01-12 NOV 2021
GLASGOW

COP26

IN PARTNERSHIP WITH ITALY

লিডার সামিটে প্রধানমন্ত্রীর চার দফা দাবি

- প্রধান কার্বন নিঃসরণকারীদের অবশ্যই উচ্চাভিলাষী জাতীয় পরিকল্পনা (এনডিসি) দাখিল এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উন্নত দেশগুলোকে অভিযোজন এবং প্রশমনে অর্ধেক অর্ধেক (৫০:৫০) ভিত্তিতে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে।

- উন্নত দেশগুলোকে স্বল্প খরচে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি সরবরাহ করতে হবে।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, নদীভাঙন, বন্যা ও খরার মতো দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত জলবায়ু অভিবাসীদের দায়িত্ব নেওয়াসহ জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে ক্ষতি ও ধ্বংস মোকাবেলা করতে হবে।

- বৈশ্বিক মোট কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের দায় ০.৪৭ শতাংশের চেয়েও কম।
- ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৪০ শতাংশ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে আসবে।

Let's Recap

P2A

কপ-২৭

COP27
SHARM EL-SHEIKH
EGYPT 2022

- আয়োজক দেশ -শারমআল-শেখ (মিশর)।
- ৬ই নভেম্বর-১৮ই নভেম্বর, ২০২২
- কপ-২৭ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে-১৯৮টি দেশ।
- কপ-২৭ এর স্লোগান হলো 'Together For Implementation" অর্থাৎ গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকা।

- মূল নেগোসিয়েশনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল: Adaptation, Mitigation and Loss & Damage Fund.
- সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দিতে ঐতিহাসিক 'লসঅ্যান্ড ড্যামেজ' (Loss and Damage) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- 'অভিযোজন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে- বাংলাদেশ

- ১. ২০৩০ সাল পর্যন্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে প্রতি বছর কমপক্ষে ৪ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করা
- ২. ২০৫০ সালের মধ্যে শূন্য নির্গমনে পৌঁছতে সক্ষম হওয়া।
- ৩. জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর জন্য 'গ্লোবাল শিল্ড' নামের একটি সহায়তা প্রকল্প চালু করা হয়েছে। শিল্পোন্নত সাত দেশের জোট জি-৭ এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত ৫৮টি দেশের স্বার্থ রক্ষাকারী জোট জি-২০ মিলে এটি চালু করেছে। প্রাথমিকভাবে এই প্রকল্পে অর্থায়ন ধরা হয়েছে ২০ কোটি মার্কিন ডলারের কিছু বেশি।
- ৪. বাংলাদেশ সরকার এবারের জলবায়ু সম্মেলনে ২৭ বছর মেয়াদি জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছে, যা বাস্তবায়নে প্রয়োজন হবে ২৩০ বিলিয়ন ডলার।

COP28
UAE

বিশ্ব জীববৈচিত্র সম্মেলন ২০২২ (কপ-১৫)/ CBDTreaty

- CBD: Convention on Biological Diversity.
- পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান সুরক্ষায় ঐতিহাসিক চুক্তি অনুমোদিত হয়— মন্ট্রিল, কানাডা (১৫তম বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলনের শেষ দিনে)
- গৃহীত ও অনুমোদনের সময়- ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২
- ১৫তম বিশ্ব জীববৈচিত্র্য শীর্ষ সম্মেলন হয়: ৭ - ১৯ ডিসেম্বর, ২০২২
- স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা- ১৯৬টি (১৯৫টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) [পরিবেশ ধ্বংসের বিপরীতে সবচেয়ে বড় চুক্তি]

- চুক্তি অনুসারে:
- ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের ভূমি ও সমুদ্রের ৩০ শতাংশ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ধনী দেশগুলো জীববৈচিত্র সুরক্ষায় ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ২ হাজার কোটি ডলার এবং ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর কমপক্ষে ৩ হাজার কোটি ডলার দেবে।

REAP

Risk-informed Early Action Partnership

প্রতিষ্ঠা-২০১৯

উদ্দেশ্য:

২০২৫ সালের মধ্যে ১ বিলিয়ন মানুষ কে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা।

মানব সৃষ্ট
জলবায়ু
পরিবর্তন নিয়ে
কাজ করে।

UNEP + WMO যৌথ ভাবে গঠন করে।

সদস্য-১৯৫

সদর দপ্তর-
জেনেভা

GREEN PEACE

ন্যাদারল্যান্ডস এর

পরিবেশবাদী সংস্থা

গ্রীনপিসের জাহাজ রেইনবো ওয়ারিয়র

প্রতিষ্ঠা- ফ্রান্স, ১৯৪৮

সদর দপ্তর- গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড

কাজ: প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র রক্ষা করা

IUCN International Union for Conservation of Nature

সদর দপ্তর- গ্লান্ড, সুইজারল্যান্ড

Friday for Future

প্রতিষ্ঠাতা- সুইডিশ কন্যা

গ্রেটা থুনবার্গ

"স্কুল থেকে পরিবেশ আগে।"

আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার-২০১৯

টাইম ম্যাগাজিন ২০১৯ এর পার্সন অব দ্যা ইয়ার

The Greenbelt Movement

প্রতিষ্ঠা - ১৯৭৭

সদর দপ্তর-

নাইরোবি, কেনিয়া

প্রতিষ্ঠাতা

ওয়াঙ্গেরি মাথাই

EARTH HOUR

১ ঘন্টা বিদ্যুৎ বন্ধ

প্রথম আয়োজন সিডনিতে ২০০৭ সালে

রাত ৮.৩০ থেকে ৯.৩০

প্রতিষ্ঠা ১৯৯১

সদর দপ্তর: বন, জার্মানি

উদ্দেশ্য: শিল্পোন্নত উত্তরের দেশগুলোর সাথে অনুন্নত দক্ষিণের দেশগুলোর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা।

GERMANWATCH

বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক প্রকাশ করে।

সর্বশেষ সূচকে বাংলাদেশ সপ্তম।

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION

WMO

জেনেভা

Let’s Recap

CVF (Climate Vulnerable Forum)

- বৈশ্বিক উষ্ণতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫৮টি দেশের জোট
- প্রতিষ্ঠা: ২০০৯
- উদ্যোক্তা: মালদ্বীপ
- সদস্য – ৫৮
- বর্তমান সভাপতি: ঘানা

V-20 (Vulnerable 20)

- CVF ভুক্ত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিগ্রস্ত দেশের অর্থমন্ত্রীদের জোট।
- প্রতিষ্ঠা: ৮ অক্টোবর, ২০১৫ (স্থান: লিমা, পেরু)
- উদ্যোক্তা: ফিলিপাইন
- লক্ষ্য: উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল গঠন করে সেই অর্থের যথাযথ ব্যবহার করা।

ডার্টি ডজন বা নোংরা ডজন

- ১২টি মারাত্মক ক্ষতিকর রাসায়নিককে বলা হয় Dirty Dozen.
- অলড্রিন, ডায়েলড্রিন, ক্লোরডেন, এনড্রিন, হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, মিরেক্স, টক্সাফেন, পিসিবি, হেক্সাক্লোরোবেনজিন, ডাইওক্সিন, ফিউরান।

E-8

পরিবেশ দূষণকারী ৭ টি দেশ ও একটি সংস্থা

ব্রাজিল, রাশিয়া , চীন, ভারত, দক্ষিন আফ্রিকা, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইইউ

Global Center On Adaptation

- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং জলবায়ু অভিযোজন নিয়ে গবেষণা করে।
- যাত্রা শুরু: ২০১৮সদর দপ্তর: হেগ, নেদারল্যান্ড।প্রথম আঞ্চলিক কেন্দ্র: বেইজিং, চীন।
- দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম এবং দ্বিতীয় আঞ্চলিক কেন্দ্র: ঢাকা (ঢাকার আগারগাঁওয়ের পরিবেশ অধিদপ্তর ভবনে)।

জলবায়ু অভিযোজন (Climate Adaptation)

- অভিযোজন হচ্ছে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়ানো বা মানিয়ে নেওয়া। আর জলবায়ু অভিযোজন বলতে বোঝায় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যেসব ক্ষতিকর প্রভাবের সৃষ্টি হচ্ছে তার সাথে সংগ্রাম করা এবং এমন কলা কৌশল গ্রহণ করা যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মানবজাতিকে খুব বেশি ক্ষতি না করতে পারে। অভিযোজন স্বতঃস্ফুর্ত বা পরিকল্পিত হতে হবে।

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন বলতে বুঝায় মানুষের ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক কাঠামো, সামাজিক কাঠামো সব ধরনের খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা।অন্যভাবে বলা যেতে পারে জলবায়ু অভিযোজন হলো বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশ ও মানব জীবনে যে পরিবর্তন ঘটছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য নতুন কৌশল ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা। যেমন- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষ কর্মসংস্থান হারাচ্ছে। তাই নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা বিকল্প কর্মসংস্থান খুঁজে বের করা হলো কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অভিযোজন। আবার জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, খরা, অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন বা ফসলের পরিবর্তন হলো কৃষি অভিযোজন।

- সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাসস্থান, খাদ্য, পানি, কৃষি যোগাযোগ, সংস্কৃতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে, এসব সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই জলবায়ু অভিযোজন ।

জলবায়ু শরণার্থী (Climate Refugee)

- যখন কোনো মানুষ নিজের জীবন বাঁচাতে বা রক্ষা করতে নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে চলে যেতে বাধ্য হয় তখন তাকে শরণার্থী বলা হয়।
- বিশ্ব পরিবেশ দুষণের ফলে এর প্রভাব সব দেশেই কম বেশি পড়ছে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মেরু অঞ্চলের বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে বিশ্বের অনেক দেশের নিম্নাঞ্চল ডুবে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে সেখানে বসবাসকারী জনগণ বাস্তুহারা হয়ে পড়ছে। এছাড়া আরো অনেক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তারা গৃহহীন হয়ে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা নতুন আশ্রয়ের খোঁজে অন্য কোনো জায়গায় বা দেশে যাচ্ছে। সেখানে তারা শরণার্থী হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এদেরকেই বলা হয় জলবায়ু শরণার্থী।
- অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যারা অন্যকোনো অঞ্চলে পাড়ি দিচ্ছে, তারাই জলবায়ু শরণার্থী। আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে জলবায়ু শরণার্থীর সংখ্যা দাড়াবে ৩ থেকে ৩.৫

Let’s Recap

৩ মার্চ

বন্যপ্রাণী দিবস

২১ মার্চ

বন দিবস

UN WATER

22 MARCH

WORLD WATER DAY

২৩ মার্চ

আবহাওয়া দিবস

২২ এপ্রিল

ধরিত্রী দিবস

২২ মে

জীব বৈচিত্র দিবস

৫ জুন

পরিবেশ দিবস

১১ জুলাই

জনসংখ্যা দিবস

২৯ জুলাই

বাঘ দিবস

১৬ সেপ্টেম্বর

ওজন স্তর রক্ষা দিবস

৪ অক্টোবর

প্রাণী দিবস

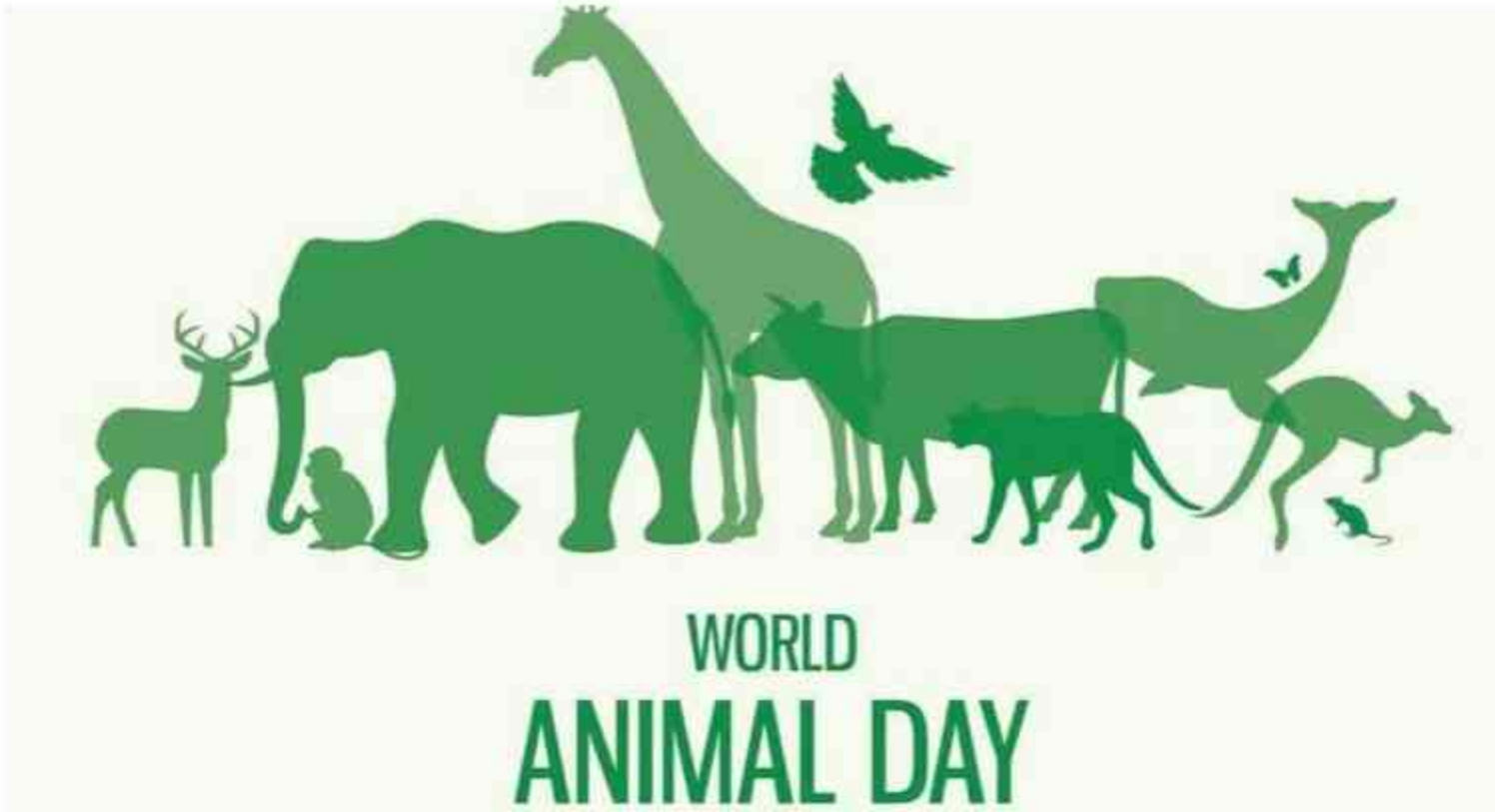

৫ ডিসেম্বর

মৃত্তিকা দিবস

Thank You